গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ – জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১ : রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি

সেকশন ২ : বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২; কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমণিকা (Preamble)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

এবং

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮ সালের ----------মাসের ----------তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র :

(Overview of the Performance of the Department of Inspection for Factories and Establishments)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্য মতে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ ইকোনোমিক ইউনিটে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার কল্যাণ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর দায়িত্ব। তৈরি পোষাক শিল্প সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে সংঘটিত ছোট বড় কয়েকটি দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ শিল্পঘন ২৩টি জেলায় স্থাপিত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বাস্তবায়ন এবং ILO কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরদাতা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তর এবং দেশী- বিদেশী অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে অধিদপ্তরে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীতে কর্মরত মোট জনবল ৪৫১ জন, কর্মরত পরিদর্শকের সংখ্যা ৩১২ জন, তন্মধ্যে নারী পরিদর্শকের সংখ্যা ৬৫ জন।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৪২৭ টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮০১৩ টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ১৪৩৮ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ভিশন-২০২১ এর সাথে সংগতি রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এর অংশ হিসেবে Labor Inspection Management Application (LIMA) নামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে, যা গত ০৬ ই মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক চুন্নু শুভ উদ্বোধন করেন।

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় তথ্যসংবলিত সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য একটি ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ৪৮০৮ টি আরএমজি কারখানার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সরকারের রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ খ্রি:-এ ২,২৭,৯৩,৫৪৬/- টাকা ২০১৪-২০১৫ খ্রি:- এ ২,৬০,১৩,৭৮২/- টাকা এবং ২০১৫-২০১৬, খ্রি- এ ৪,৪৫,৮৬,০০০/- টাকা ২০১৬-২০১৭ খ্রি- এ ৩,২৫,৮৬,০০০/- টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩,৮৮,৯৪,০০০/- টাকা লাইসেন্স ফি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ১,৫৪৯ টি গার্মেন্টস কারখানা ভবনে স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটি, ইলেক্ট্রিক্যাল সেইফটি, এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন (Assessment) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কারখানা পর্যবেক্ষণ করে বন্ধ করার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করেছে। ভবন নিরাপত্তা বিবেচনায় রিভিউপ্যানেলের আওতায় ৩৯ টি কারখানা সম্পূর্ণ এবং ৪৭ টি কারখানা আংশিক বন্ধ করা হয়েছে।

- জাতীয় উদ্যোগের আওতায় প্রয়োজনীয়তা নির্ধারনপূর্বক (Assessment) কারখানার সংস্কারের কাজ সম্পাদনের জন্য একটি Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করা হয়েছে। এই সেল কারখানা মালিকদের ভবন সংস্কারে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও ভবন সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে এবং কারখানার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।
- কর্মজীবী মায়েদের সন্তানকে দিবাকালীন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী ৪,২৯৩ টি দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে এবং পোশাক শিল্পকারখানা ও চিংড়িশিল্পে শিশু শ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে দেশে প্রথম বারের মত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ এ দিবসটি জাতীয়ভাবে পালন করা হচ্ছে।
- বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে কারখানাগুলিতে সেইফটি কমিটি গঠনের জন্য কাজ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ (মে-২০১৮ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১,৮৬১ টি (আরএমজি এবং নন-আরএমজি) কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমস্যা:

১। কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতির তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল।

২। জেলা কার্যালয়ের সীমিত সংখ্যা ।

৩। বাংলাদেশ শ্রমআইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরিদর্শকদের যথাযথভাবে এবং উন্নততর প্রশিক্ষণের সুযোগের স্বল্পতা।

৪। কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব।

৫। শ্রম আইনের কিছু অংশের সংশোধন।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। দেশের সকল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি।

২। দেশের সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শনের আওতায় আনা।

৩। দেশের সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ।

৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত দূর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যধি নিরসনসহ শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৫। দেশের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন ও পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা।

৬। শ্রম আইনের অধীনে শ্রম আদালতে রুজুকৃত মামলার ক্ষেত্রে টাকার অংকে জরিমানার পরিমাণ খুব কম হওয়ায় মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রম আদালতের মামলাকে গুরুত্বহীন মনে করা।

৭। শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহে ১$\frac{১}{২}$ দিন ছুটি বাস্তবায়ন।